হতাশ নামজাদা একাধিক হাসপাতাল ফেরত রোগিনী
জটিল অস্ত্রোপচারে সফল পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পেটব্যথার অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে গত দু'বছর ধরে রাজ্যের বড় বড় মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ঘুরেও মুক্তি পাচ্ছিলেন না পুরুলিয়ার পাড়া ব্লকের কালুহার গ্রামের বছর চল্লিশের গীতা গঙ্গোপাধ্যায়। অবশেষে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের স্বল্প পরিকাঠামোর উপর ভরসা রেখে পেটের ব্যাধি থেকে মুক্তি পেলেন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী গীতাদেবী। বৃহস্পতিবার তাঁর পেটে সফল অস্ত্রোপচার করে বড়-ছোট বেশ কয়েকটি পাথর বের করে আনলেন পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক ডাঃ পবন মণ্ডল।শনিবার অনেকটা সুস্থ হয়ে গীতাদেবী জানালেন, ২০১৬ সাল থেকে তিনি অসহ্য পেটের ব্যথায় অনেক ডাক্তারের কাছে ঘুরেছেন। কিন্তু পেটের ব্যথা ভালো হয়নি।সঙ্গে ছিল বদ হজম। তিনি বলেন, চিকিৎসকার পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ফুসফুসের গণ্ডগোল রয়েছে। যাকে ডাক্তারি ভাষায় এপিলেপ্সি এবং এজমা বলা

হয়। এছাড়াও ছিল মাইগ্রেনের সমস্যা।

এতো সব উ পসর্গ দেখে চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে যান। সেখান থেকে কলকাতা এনআরএস যেতে বলেন চিকিৎসকরা। এনআরএসে বলে গল ব্লাডারে স্টোন রয়েছে। কিন্তু শরীরের নানা সমস্যার জন্য চিকিৎসকরা অপারেশনে সাহস না দেখিয়ে তাঁকে শুধু খেয়ে যেতে বলা হয় বলে জানান গীতাদেবী। কিন্তু দাওয়াইয়ে ব্যথা কমে নি। কাজেই তিনি যান বাঙ্গুর ইন্সটিটিউট অফ নিউরোলজিতে। সেখানেও রোগ মুক্তি হয়নি। এরপর তিনি চলে যান কলকাতা এসএসকেএমে। সবশেষে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানকার চিকিৎসকরা আবার দক্ষিণ ভারতের কোনও হাসপাতালে যোগাযোগ করতে বলেন। কিন্তু গীতাদেবীর কথায়, তিনি আইসিডিএস কর্মী হিসাবে খুব বেশি বেতন পান না। তাঁর স্বামীর গ্রামেই ছোট্ট একটা মুদিখানার দোকান আছে। আর্থিক অবস্থা সে রকম স্বচ্ছল নয়। তাই নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালের চিকিৎসক পবন মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় চিকিৎসকদের জানিয়ে দেন, তাঁর কাছে টাকা পয়সা নেই। সরকারি এই হাসপাতালেই বিনা খরচে অপারেশন করা হোক। তাতে তাঁর যা হবে এখানেই হোক।

সেই ঝুঁকি নিয়েই তিনি এদিন অস্ত্রোপচার করান। অস্ত্রোপচার সফলের পর চিকিৎসক পবন মণ্ডল জানান, গীতাদেবীর পিত্তথলিতে বড় বড় কয়েকটি পাথর ছাড়াও কয়েকটি অর্ধেক পাথরের মতো পাথর ছিল বলেই তিনি অসহ্য ব্যথা অনুভব করতেন। রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে পবনবাবু ও তাঁর সহযোগী স্বাস্থ্যকর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন গীতা গঙ্গোপাধ্যায়।

গাজনে মেতে উঠেছেন ইন্দাসবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ প্রতি বছরের মতো এবছরও বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ও পাত্রসায়ের দুই থানার সীমান্তবর্তী এলাকায় পাটিত, মহেশপুর ও সুখসায়ের তিনটি গ্রামের মধ্যস্থলে চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক পুজো উপলক্ষ্যে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল মহেশ্বর ও গঙ্গাধরের মিলন গাজন উৎসব। শুক্রবার ছিল রাত গাজন, সেদিন মহেশ্বরের মন্দির থেকে শিবলিঙ্গ বিগ্রহ সুসজ্জিত চৌদোল্লায় চাপিয়ে বাদ্য সহকারে ভক্ত সন্ন্যাসীরা গ্রামের রাস্তা পরিক্রমা করতে করতে চড়কতলায় নিয়ে আসেন। অন্যদিকে গঙ্গাধর মন্দির থেকেও একইভাবে গঙ্গাধর জিউয়ের বিগ্রহ নিয়ে আসা হয়। এরপর দুটি ঠাকুরের ভক্ত সন্ন্যাসীরা একসঙ্গে মিলিত হন চড়কতলায়। এরপর ভক্ত সন্ন্যাসীরা পুকুর ঘাটে জিহ্বায় বান ফুঁড়ে নৃত্য করতে করতে মন্দিরে যান। শনিবার দিন গাজন অনুষ্ঠিত হয়। দিন গাজন দেখতে বহু পুণ্যার্থী চড়কতলায় ভিড় জমান।

নাবালিকাদের বিয়ে রদ করতে গিয়ে
বিক্ষোভ, খালি হাতে ফিরল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার কোটশীলা থানার ডুডুকু গ্রামে ১৭ জন নাবালিকা স্কুলছাত্রীর বিয়ে পাকা করে ফেলেছেন তাদের আত্মীয়রা। তাদের সকলের বৈশাখের প্রথম দিকে বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। খবর পেয়ে সেই বিয়ে বন্ধ করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের রোষে পড়ে কার্যত খালি হাতেই ফিরে আসতে হল পুলিশ প্রশাসনের লোকজনদের। পুরুলিয়ার কোটশীলা থানা এলাকার ঘটনা। বিয়ের মাত্র কয়েকটা দিন হাতে থাকতে নাবালিকার বিয়ে রুখতে গিয়ে এর আগেও একাধিকবার গ্রামবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে চাইল্ড লাইনকে। কিন্তু এবারের ঘটনা থেকে তিক্ত এক অভিজ্ঞতা হল আধিকারিকদের। জেলা চাইল্ড লাইন সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরুলিয়ার ঝালদা-২ ব্লকের ডুডুকু গ্রামের ১৭ জন নাবালিকা স্কুলছাত্রীর বিয়ের দিন স্থির হয়েছিল বৈশাখ মাসে। কার্যত প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের পাত্রস্থ করার চেষ্টা হচ্ছিল। সেই খবর পাওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসে জেলা চাইল্ড লাইন। একসঙ্গে একই গ্রামে পর পর এতগুলো কম বয়সী মেয়ের বিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টার বিষয়টি চাপে রাখায় স্থির থাকতে পারছিলেন না প্রশাসনের আধিকারিকরা। কাজেই তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে উদ্যোগী হয় চাইল্ড লাইন। আটঘাট বেঁধে শুক্রবার নাবালিকাদের বিয়ে প্রতিরোধের বিশেষ অভিযানে নামে পুরুলিয়া জেলা চাইল্ড লাইন। কিন্তু তারা কোনও মতেই বিয়ে বন্ধে রাজি হতে চাননি। পুলিশ মামলা, মকর্দমার বিষয়গুলি বোঝানো সত্ত্বেও নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন মেয়ে পক্ষের লোকজনরা।

বি আর আম্বেদকরের জন্মদিনকে স্মরণে রেখে শনিবার ভারতের সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেবের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করা হয় পুরুলিয়া শহরের ট্যাঙ্গি স্ট্যান্ড প্রাঙ্গণে। চিত্র-বিকাশ সুপকার

জেলায় শুরু ভোটের প্রচার ও দেওয়াল লিখন, এগিয়ে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন এবং মনোনয়ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেষ হতেই শাসক ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে প্রচার ও দেওয়াল লিখনের পালা। শনিবার পর্যন্ত দেখা গিয়েছে যে দেওয়াল লিখনে এবং প্রচার অভিযানে শাসকদলের কর্মী ও সমর্থকরা অনেকটাই এগিয়ে গেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে অনেকটাই ব্যাকফুটে কংগ্রেস ও সিপিএম। সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী-সমর্থকরা অন্যান্য বিরোধীদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে আছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও পূর্ব বর্ধমান জেলার বহু পঞ্চায়েত সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করার ফলে সেখানে প্রচার অভিযান নেই বললেই চলে। মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আউশগ্রাম-১ ও ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল। কাটোয়া-১ ও ২ নম্বর ও কেতুগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতিও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলকোট, কাটোয়া ১ ও ২, কেতুগ্রাম ১ ও ২ পঞ্চায়েত সমিতি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করার ফলে চাপমুক্ত হয়েছেন ওই সমস্ত ব্লকের অফিসার ও কর্মীরা। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতিতে জয়লাভ করেছে শাসকদলের প্রার্থীরা। অন্যদিকে কালনা-২ পঞ্চায়েত সমিতির ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে চলছে জোর কদমে দেওয়াল লিখনের কাজ এবং বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার। তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি প্রণব রায় জানিয়েছেন, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ধারা তুলে ধরা হচ্ছে ভোটারদের কাছে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্যই আবেদন রাখা হয়েছে ভোটারদের কাছে। প্রণববাবুর আশা, উন্নয়নের জোয়ারে ও মানুষের সহযোগিতায় এবার বিরোধীশূন্য পঞ্চাতে, পঞ্চায়েত সমিতি গড়া হবে। পূর্ব বর্ধমান জেলার বিদায়ী সভাপতি দেবু টুডুও ভোট প্রচারে নেমে পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তিনি রং ও তুলি নিয়ে কর্মীদের সঙ্গে দেওয়াল লিখছেন। জেলা পরিষদের ১৯ নম্বর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি। অন্যদিকে কালনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে জোর কদমে শুরু হয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ও বিরোধীদের দেওয়াল লিখনের কাজ। একমাত্র বেকুর পঞ্চায়েত এলাকায় বিরোধীদের তেমনভাবে প্রচারে দেখতে পাওয়া যায়নি। বিজেপি নেতা তথা পূর্ব বর্ধমান জেলার বিজেপির সম্পাদক ধনঞ্জয় হালদার জানিয়েছেন, শাসকদলের শাসানী এবং সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে বাড়ি বাড়ি প্রচার আমরা শুরু করেছি। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি উমা শংকর সিংহরায় জানিয়েছেন, উন্নয়নের প্রচারকে কেন্দ্র করেই আমরা ভোটে জিতবো এবং বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত বোর্ড গড়ব। বিদায়ী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী পাল জানিয়েছেন, উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই ভোটে জিতবো। পূর্বস্থলী-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় দেওয়াল লিখনে এগিয়ে তৃণমূল।

এখানে বিরোধীদের সেরকম প্রচার অভিযানে দেখা মিলছে না। এই ব্লকে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মহিলারাও সমানভাবে দেওয়াল লিখনে নেমেছে বলে জানা গিয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি দিলীপ মল্লিক জানিয়েছেন, উন্নয়ন আমাদের প্রচারের প্রধান হাতিয়ার। সেই সাথে মানবসম্পদ উন্নয়ন ঘটাতেই এবারে ভোট প্রচারের মূল লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়েছে। আমাদের স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী আমাদের কাছের মানুষ স্বপন দেবনাথের সৈনিক হিসাবে আমরা এলাকায় কাজ করে যাচ্ছি। সেই সাথে সরকারি নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছে তুলে ধরছি। পূর্বস্থলী পঞ্চায়েত সমিতিতেও ভোট প্রচার এবং দেওয়াল লিখন চলছে জোরকদমে। স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তাপস চৌধুরী ও পূর্বস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান পঙ্কজ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বোর্ড প্রচারের প্রধান হাতিয়ার উন্নয়ন। উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই আমরা ভোটে জিতবো। মন্তেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল বলে জানালেন ব্লক সভাপতি আজিজুল হক। দেওয়াল লিখনেও আমরা এগিয়ে আছি বলে জানান। কাটোয়া-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির এলাকাতেও ভোটের প্রচার থমকে গিয়েছে। কারণ এখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সুব্রত মজুমদার জানিয়েছেন, উন্নয়নের জেরে কেউ বিরোধীদের প্রার্থী হতে পারেনি। তাই মিথ্যা প্রচার ও কুৎসা রটনা করা ছাড়া ওদের আর কোনো পথ নেই। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা পঞ্চায়েত সমিতি দখল করেছি। গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০১টি আসনের মধ্যে ৯৯টি, পঞ্চায়েত সমিতির ২১টির মধ্যে সবকটি, জেলা পরিষদের দুটির মধ্যে সবকটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছি আমরা। কেতুগ্রাম উপ-সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে বলে জানান ওখানকার পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি বনানী মাঝি। দেখা গিয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ১ ও ২, জামালপুর, ভাতার, মানকর, গলসি, বড়শুল, বর্ধমান উত্তর-দক্ষিণ, মেমারি প্রভৃতি ব্লকে দেওয়াল লিখনে এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস। এখনও পর্যন্ত প্রচার অভিযানে ব্যাকফুটে বিরোধীরা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একতরফা জয় তৃণমূল কংগ্রেসের। জয় সম্পর্কে তৃণমূলের জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, বহু আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি বিরোধীরা। এক কথায় বলা যেতে পারে, উন্নয়নের নিরিখে এতটাই ভাল কাজ হয়েছে গ্রামে গ্রামে যে কোনও ভোটার বিরোধীদের পক্ষে সমর্থন ও ভোটের প্রার্থী হতে চাননি। বিরোধীরা অনেকেই বলছেন, আমরাও উন্নয়নের শরিক হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবো।

তলিয়ে যাওয়া ৩ ছাত্রের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি ঃ শুক্রবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানার জাকিনা ছত্রপুর গ্রামের কুয়ে নদীতে শিব ঠাকুরের স্নান করানো দেখতে গিয়ে ডুবে যাওয়া ৩ ছাত্রের দেহ উদ্ধার করল প্রশাসন। ৩ জনের দেহ শনিবার কান্দি মহকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্ত করে বাড়ির লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় মুর্শিদাবাদের ভরতপুর গ্রাম ছিল থমথমে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় মৃতদের নাম সায়নিক ঘোষ (১৯), বাড়ি বীরভূম জেলার নানুর থানার কিরনাহার, রূপব্রত সাহা (১৬), বাড়ি বীরভূমের লাভপুরে ও রক্তিম সাহা (১৮), বাড়ি ভরতপুর গ্রামে। সায়নিক ঘোষ কাটোয়া কলেজের ছাত্র ও রূপব্রত সাহা এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। রক্তিম সাহা ভরতপুরে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ত। শুক্রবার শিব ঠাকুরের স্নান করানো দেখে নদীতে হাত-পা ধুতে গিয়ে তলিয়ে যায় ৩ ছাত্র। এলাকার বাসিন্দারা খবর পেয়ে খোঁজ-খবর শুরু করলে ২ জনকে শুক্রবার রাতে উদ্ধার করা হয়। বাকি ১ জনকে শনিবার সকালে উদ্ধার করা হয়েছে। ভরতপুরের বিডিও অঞ্জন চৌধুরী জানিয়েছেন, শুক্রবার বিকালে গ্রামের শিবঠাকুরকে নিয়ে ভক্তের দল গ্রাম ঘুরিয়ে নদীতে স্নান করানোর জন্য নিয়ে যায়। তারপরই তিন ছাত্র নদীতে হাত-মুখ ধুতে গিয়ে জলে পড়ে যায়। গ্রামবাসীরা আমাদের খবর দিলে গ্রামবাসীদের নিয়ে আমরা নদীতে তল্লাশি শুরু করি। জাল ফেলা হয়, ডুবুরিও নামানো হয়। ৩ জনের দেহই উদ্ধার হয়েছে, তবে মৃত অবস্থায়। এই ঘটনার জেরে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

একটি পয়লা বৈশাখ ঃ অবসন্ন বাঙালির মনে ক্ষীণ আলো

শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, সময়ের নিরিখে বা কাজের তাগিদে আজ সারা বিশ্বের একটাই ক্যালেন্ডারে অভ্যস্ত হয়েছি আমরা। সে ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জি ইংরাজি বর্ষ পঞ্জি।যার দিন শুরু ১ জানুয়ারি থেকে। তথাপি আপন অস্তিত্বটুকু শেষ অবধি টিকিয়ে রাখতে এবং সুখের শেষ ঠিকানায় পৌঁছাতে মানুষ আশায় বুক বাঁধে। তাইতো বারো মাসে তোরো পার্বণের মধ্যে দিয়ে আপনার সেই সুখের অস্তিত্বটুকুকে ক্ষীণভাবে হলেও বাঁধিয়ে রাখতে চায়। তেই একটা পয়লা বৈশাখ আসার সাথে সাথে বাঙালির মনে জাগে নব নব আশা। পয়লা বৈশাখ শুরু সেই মোগল আমল থেকে।আগে প্রজারা চৈত্র মাসের শেষ দিন নাগাদ তাদের সারা বছরের খাজনা মাধ্যমে খুঁজে পায় তার নিজস্ব অনুভূতি এবং বৈশিষ্ট। বাংলা এবং বাঙালির এই রকমই একটি ঐতিহ্যবাহী ধারাবাহিক উৎসব হল পয়লা বৈশাখ। সুখ-দুঃখ-অভাব-অনটন, আলো-অন্ধকার, হাসি-কান্নার ঢেউ বরাবরই মানব মনের সঙ্গী। তথাপি আপন পরিশোধ করতেন এবং পয়লা বৈশাখ জমিদারগণ তাঁদের মিষ্টি মুখ করাতেন। মূলত আনন্দ উৎসব তখন ছিল কিছুটা জমিদার কেন্দ্রিক। অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা ও দোকানদাররা হাল খাতা করতেন। নতুন খাতা লাল কাপড়ে মুড়ে সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা করে দোকানের হিসাব শুরু করতেন। পুরানো বছরের হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে নতুন খাতায় আবার শুরু করতেন। নতুন ভাবে শুরু হতো বাণিজ্য। মোটামুটি ভাবে ব্যবসায়িক কার্য শুরু হয় এইভাবে। এছাড়াও বাঙালি সত্য নারায়ণ, শুভচণ্ডী ও নানা ধর্মীয় আচারসহ বছরের প্রথম দিনটি পালন করেন সারাটি বছর ভালো থাকার কামনায়। নতুন জামা-কাপড় পড়ে পড়ন্ত বেলায় দক্ষিণা বাতাসের মনে ঢেউ তোলার জন্য প্রকৃতি নিজেকে মেলে ধরে। সাধ্যমতো ভালোমন্দ দিয়ে বাসনা তৃপ্তির ঘাটতি থাকে না। নিজের মতো করে উপভোগ করে এই দিনটিকে বাংলা তথা বাঙালি। রূপসী বাংলা, সোনালী বাংলার রূপ এবং সম্পদের সম্ভারে বাড়ে বাড়ে মেমন বিদেশি আক্রমণ ঘটেছে, তেমনিই বাড়ে বাড়ে আক্রান্ত হয়েছে তার সংস্কৃতিও। বলতে দ্বিধা হয় না যে, শত বাধা কাটিয়ে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি স্বমহিমায় প্রবাহমাত্র। বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম গর্ব রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর আক্রমণ ঘটেছে। বিশ্বকবি ঠিক তখনই গান রচনা করেছেন --''এসো হে বৈশাখ এসো এসো।'' অন্যদিকে এই বাংলা নববর্ষের গোড়াপত্তন করেছেন মহামতি সম্রাট আকবর, বলে ইতিহাস বলে। ভারতে ইসলামী শাসনকালে হিজরী পঞ্জিকা ছিল চান্দ্র মাসের উপর নির্ভরশীল। চান্দ্র বছর সৌর বছরের চেয়ে ১১/১২ দিন কম। সৌর বছর ৩৬৫ দিন। আর চান্দ্র বছর ৩৫৪ দিন। এই কারণে চান্দ্র বছরের ঋতুভেদ হিসাব ঠিক রাখা যেত না। মোঘল সম্রাট আকবর প্রচলিত হিজরী চান্দ্র পঞ্জিকাকে সৌর পঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ দ্বারা এই কার্য সম্পাদন করেন। ৯৯২ হিজরী মোতাবেক ১৫৮৪ খ্রীঃ সম্রাট আকবর এই সৌর বৎসরের প্রচলন করেন। তবে তিনি ২৯ বছর পূর্বে তাঁর সিংহাসন আরোহণের বছর থেকেই এই পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এই জন্য ৯৬৩ হিজরী সাল থেকেই বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। ৯৬৩ হিজরী সালের মহরম মাস ছিল বাংলার বৈশাখ মাস। এই জন্যই বৈশাখ মাসকেই বঙ্গাব্দের প্রথম মাস এবং পয়লা বৈশাখকে নববর্ষ বলা হয়। সৃষ্টির রহস্য যাই হোক স্বজনপিয়াসী বাঙালি কখনই তার নিজের জনকে চিনতে ভুল করে না। তাই একটি পয়লা বৈশাখ মানে শিশু-কিশোরদের নতুন পোষাকে সেজে ওঠা। চাষিদের আর একটি বর্ষার আহ্বান জানানো। শিউলি আর কাশ ফুলে সেজে ওঠার শারদীয়ার আগমনী বার্তা আনে। বার্তা দেয় উৎসবে আর বনভোজনে মেতে ওঠার শীতের অপেক্ষার।

আশা জাগায় পলাশ ফাগুনের আঁচলে রঙীন হয়ে ওঠা বসন্তের আগমনের। পৌষ পার্বণ, দোল, শিবের গাজন, চড়কের মেলায় মেতে ওঠার নতুন আগ্রহ জাগায় এই একটি পয়লা বৈশাখ।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ